দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

01

শিক্ষাঙ্গন

বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ভাষা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। ইসলাম আমাদের রাষ্ট্রধর্ম। এটাই স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশ অন্য সব মুসলিম দেশের জন্য অনুকরণীয় একটি ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করবে। কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এদেশে স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় ভাষার শিক্ষা ভীষণভাবে অবহেলিত। কোরআন শুদ্ধভাবে পড়তে ও বুঝতে শিখা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত কিশোর-কিশোরীদের নৈতিক চরিত্র গঠন একেবারেই অসম্ভব। একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মীয় ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকে ধর্মীয় শিক্ষা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এদেশে 'ধর্মশিক্ষা' নামে যে পাঠ্যক্রম প্রচলিত আছে তা অনেকাংশে অন্ধকে হাতি দেখানোর মত। কোরআন শিক্ষা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ভিন্ন মুসলমান তথা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। আর কোরআন শিক্ষার জন্য কোরআনিক ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য।

অন্যথায়, সকল শিক্ষাঙ্গনে খোদাহীনতা ও নাস্তিকতাবাদের আবির্ভাব ঘটবে এবং ছাত্র সমাজ ও পরিশেষে সমগ্র জনসাধারণ নৈতিক চরিত্র হারিয়ে আল্লার গজবের শিকার হবে। অথচ, রাসূল (সঃ) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন "তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কোরআন নিজে শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়"। আবার পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে "যে রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে, সে মূলতঃ আল্লারি আনুগত্য স্বীকার করল" (সূরা নিসা)। বর্তমান অবক্ষয়রত ইসলামের পুনঃ জাগরণের মহান ব্রত নিয়ে গত সংসদ নির্বাচনে মুসলমানগণ বিএনপি'কে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার এ মহতী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যতদিন না এদেশে যথাযথ কোরআনিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা ও মানব জীবনে তার প্রতিফলন বাধ্যতামূলক হয়ে এর প্রভাব তাঁছির সকল মানুষের মনে খোদা ভীতি না জাগাতে পারবে, ততদিন এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা আশা করা সুদূরপরাহত। অন্য কোন ইজম, পদক্ষেপ বা তন্ত্রমন্ত্র অবলম্বনে এদেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কোরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে "প্রকৃতপক্ষে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ তা চাহেন; নিঃসন্দেহে আল্লাই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী" (সুরা দাহর-২৬, পারা ২৯)।

—হাজী মোঃ নূরুল হক এম.এ,

মাদ্রাসার প্রতি বৈষম্য কেন?

স্কুল-কলেজের পাশাপাশি মাদ্রাসাও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখছে, এতদসত্ত্বেও মাদ্রাসার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পীড়াদায়ক।

বর্তমানে সারাদেশে মাত্র দু'টি সরকারী মাদ্রাসা আছে। অন্যদিকে প্রায় চারশ' সরকারী কলেজ চালু রয়েছে। আমাদের দাবী, প্রতি জেলায় একটি করে সরকারী মাদ্রাসা স্থাপন করা হোক। আলিম ক্লাস ইন্টারমিডিয়েটের সমমানের। অপরদিকে ফাজিল ডিগ্রীর সমমানের। কিন্তু ফাজিল পাস ছাত্ররা ডিগ্রীর সমমর্যাদা পাচ্ছে না। তাই মাদ্রাসার প্রতি এই বৈষম্য আচরণ দূর করার জন্য বাংলাদেশের সকল মুসলিম জনতাকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

—মোঃ রুহুল আমীন।